দৈনিক ইনকিলাব

১২/৭/২০০১

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ক্যাম্পাসে রণপ্রস্তুতি

সরকারের বিদায়লগ্নে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক উত্তেজনা। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ ও আতংক। সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন আগামীতে ক্যাম্পাসে তার প্রভাব ও প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনের এতদিনের জবরদখল, দৌরাত্ম্য, অপকর্ম ও অন্যায়ের জবাব দেয়ার জন্য সংগঠিত ও তৎপর হতে শুরু করেছে। একথা ওয়াকিবহাল মহলের অজানা নেই যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন নজিরবিহীন সন্ত্রাসের মাধ্যমে সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়। চর দখলের মত হল দখল করে বন্ধ করে দেয় সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক কার্যক্রম। সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো বিভিন্ন সময়ে তাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডার ও তাদের সহযোগী পুলিশের মোকাবিলায় সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর কিছুই করা সম্ভব হয়নি। এসব সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা বিভিন্ন সময়ে হামলা ও মামলার শিকার হয়েছে। অনেকের শিক্ষা জীবন ব্যাহত ও বিড়ম্বিত হয়েছে। সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন কেবল ক্যাম্পাসে নিরঙ্কুশ দখলই প্রতিষ্ঠা করেনি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি, নিয়োগ, কেনা-বেচা ও ঠিকাদারী নিয়ন্ত্রণ করেছে সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন, এমনকি সরকার পর্যন্ত বিচলিত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। সরকার ও পুলিশের মদদ সরকারী ছাত্র সংগঠনের পেছন থেকে সরে গেলে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি কি রূপ নেবে, এটা ভেবেই সম্ভবতঃ ঐ ছাত্র সংগঠন এবং সরকার বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ভীতি-আশংকা যে প্রবল হয়ে উঠেছে সরকারী ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে ঢালাওভাবে বৈধ অস্ত্রের লাইসেন্স প্রদানের ঘটনা তারই প্রমাণ বহন করে। জানা গেছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা যুদ্ধংদেহী অবস্থান গ্রহণ করেছে। আত্মরক্ষা, দখল বহাল রাখা এবং প্রতিপক্ষ মোকাবিলায় এই রণপ্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

গত ৯ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তা মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। বিগত ক'দিন যাবৎ ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মধ্যে জোর উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ঐদিন তা সংঘর্ষে রূপ পরিগ্রহ করে। জানা গেছে, দু'দলের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কয়েক জন নেতা ও সাংবাদিকসহ ৩০ জন আহত হয়েছে। বেলা ১১টা থেকে দু'ঘণ্টা এ সংঘর্ষ চলে এবং গোটা ক্যাম্পাস কার্যতঃ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংঘর্ষের সময় পুলিশ যথারীতি সরকারী ছাত্র সংগঠনের পক্ষাবলম্বন করে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঐদিনের ঘটনার প্রতিবাদে দু'দিনের ধর্মঘট ডেকেছে। পরিস্থিতি থমথমে। যে কোনো মুহূর্তে নতুন করে সংঘাত-সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভীতি-আতংকের মধ্যে সময় অতিবাহিত করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আশংকাজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। প্রকাশিত এক খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রণপ্রস্তুতি গ্রহণসহ বিভিন্ন হলে অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। ছাত্রলীগের ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে খবরে বলা হয়েছে, কেয়ারটেকার সরকারের সময় প্রতিপক্ষ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মোকাবিলার জন্য এই প্রস্তুতি গ্রহণ ও সম্পন্ন করা হয়েছে। কেয়ারটেকার সরকার এলে ছাত্রলীগ নিরাশ্রয় হয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মীদেরই নয়, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদেরও রোষানলে পড়তে পারে এর নেতা-কর্মী-সমর্থকরা। পরিস্থিতির এই প্রেক্ষাপটে ক্যাম্পাস নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল এবং বিশেষত অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। অন্য অনেক কিছুর মত ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা কেয়ারটেকার সরকারের একটা বড় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে। অতীতে দেখা গেছে, ক্যাম্পাসের ঘটনা বা সংঘাত-সংঘর্ষ বাইরেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কাজেই যে কোনো মূল্যে ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃংখলা, নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। এই মুহূর্তে আমরা সকল ছাত্র সংগঠনকে সহিষ্ণু আচরণ প্রদর্শনের আহবান জানাই। সঙ্গত কারণেই আমরা আশা করতে চাই, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও রাজনৈতিক দলগুলো এক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখবে। আর কেয়ারটেকার সরকারের বিশেষ দায়িত্ব হবে ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী ও ক্যাডারদের গ্রেফতার করা এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অস্ত্রমুক্ত করা